রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, ফেব্রুয়ারি ১৬, ২০২৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

আইন শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৩ ফাল্গুন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/ ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

এস.আর.ও. নং ৫৩-আইন/২০২৬।—সরকার, বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন) এর ধারা ৩৫১ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ এর নিম্নরূপ সংশোধন করিল, যথা:—

উপরিউক্ত বিধিমালার বিধি ২২৬ এর পর নিম্নরূপ নূতন বিধি ২২৬ক, ২২৬খ, ২২৬গ, ২২৬ঘ, ২২৬ঙ, ২২৬চ, ২২৬ছ, ২২৬জ, ২২৬ঝ, ২২৬ঞ, ২২৬ট ও ২২৬ঠ সন্নিবেশিত হইবে যথা:—

"২২৬ক। তেল এবং গ্যাসের মিশ্রণ, ইত্যাদি খাত সম্পর্কিত BPPCF গঠন।—(১) এই বিধিমালা কার্যকর হইবার তারিখ হইতে ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যে সরকার, আইনের ধারা ২৩২ এর উপ-ধারা (৩) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সেক্টরভিত্তিক তহবিল ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে শতভাগ বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগকারী কোম্পানীসমূহ যাহারা ধারা ২৩৩ এর উপ-ধারা (১) (ছ)(ঈ) এ উল্লিখিত তেল এবং গ্যাসের মিশ্রণ, পরিশোধন বা শোধনসহ খনি, তেল কূপ অথবা খনিজ মওজুদের অন্যান্য উৎসে শিল্প সম্পর্কিত কাজ কর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট সে সকল কোম্পানির জন্য Beneficiaries' Profit Participation Central Fund (BPPCF) নামে একটি পৃথক তহবিল গঠন করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত তহবিলের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার নিমিত্ত সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগকারী কোম্পানীসমূহ যাহারা ধারা ২৩৩ উপ-ধারা ১ (ছ) (ঈ) এ উল্লিখিত তেল এবং গ্যাস মিশ্রণ, পরিশোধন বা শোধনসহ খনি, তেল কূপ অথবা খনিজ মওজুদের অন্যান্য উৎসে শিল্প সম্পর্কিত কাজ কর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট সে সকল কোম্পানির মালিক এবং শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি 'পরিচালনা বোর্ড' গঠন করিবে।

মূল্য : টাকা ৮.০০

২২৬খ। তহবিলের ব্যবস্থাপনা ও কার্যালয়।—(১) তহবিল পরিচালনার নিমিত্ত গঠিত পরিচালনা বোর্ডের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত হইবে।

(২) বোর্ড, প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করিয়া, বাংলাদেশের যে-কোনো স্থানে উহার শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

২২৬গ। তহবিল ব্যবস্থাপনা।—(১) পরিচালনা বোর্ডের তহবিল ব্যবস্থাপনার জন্য সরকার একজন অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তাকে মহাপরিচালক হিসাবে নিযুক্ত করিবে, যিনি পরিচালনা বোর্ডের সদস্য-সচিব হিসাবেও দায়িত্ব পালন করিবেন।

(২) তহবিল ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে মহাপরিচালকের অধীন বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত প্রয়োজনীয় জনবলের একটি সাংগঠনিক কাঠামো থাকিবে, যাহারা তহবিলের আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করিবেন।

(৩) বোর্ড বিনিয়োগকৃত অর্থ হইতে অর্জিত মুনাফার একটি অংশ কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা, প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি ক্রয় ও পরিচালনা ব্যয়, বিধি ২২৬ঝ এর উপ-বিধি (১০) এ উল্লিখিত ভাতা ও আনুষঙ্গিক ব্যয় নির্বাহের জন্য বরাদ্দ করিতে পারিবে।

২২৬ঘ। তহবিলের অর্থের উৎস।- তহবিলের অর্থের উৎস হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) শতভাগ বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগকারী তেল এবং গ্যাসের মিশ্রণ, পরিশোধন বা শোধনসহ খনি, তেল কূপ অথবা খনিজ মওজুদের অন্যান্য উৎসে শিল্প সম্পর্কিত কাজ কর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক কোম্পানিসমূহ তাহাদের নীট মুনাফার ১.৫ % (এক দশমিক পাঁচ শতাংশ) অর্থ;

(খ) ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছাধীন অনুদান;

(গ) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত স্বেচ্ছাধীন অনুদান;

(ঘ) দেশি-বিদেশি কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্বেচ্ছাধীন অনুদান; এবং

(ঙ) তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ হইতে প্রাপ্ত মুনাফা।

২২৬ঙ। তহবিলের সুবিধা প্রাপ্তির যোগ্যতা ও অর্থের ব্যবহার।—(১) আইনের পঞ্চদশ অধ্যায়ের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ধারা ২৩৩(১) (ঝ) এ বর্ণিত ব্যক্তিগণ তহবিলের সুবিধাভোগী হইবেন।

(২) প্রত্যেক কোম্পানী সকল সুবিধাভোগী শ্রমিক এবং তাহাদের মনোনীত উত্তরাধিকারীদের (Nominees) একটি হালনাগাদ তালিকা পরিচালনা বোর্ডের নিকট দাখিল করিবে।

(৩) কেন্দ্রীয় তহবিলের অধীন প্রত্যেক কোম্পানির জন্য পৃথক পৃথক ভাবে নিম্নবর্ণিত ২ (দুই) টি পৃথক হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে, যথা:—

(অ) সুবিধাভোগী হিসাব;

(আ) আপদকালীন কল্যাণ হিসাব।

(৪) তহবিলে প্রাপ্ত মোট অর্থের ৮০% (আশি শতাংশ) 'সুবিধাভোগী হিসাব'-এ এবং অবশিষ্ট ২০% (বিশ শতাংশ) 'আপদকালীন কল্যাণ হিসাব'-এ জমা হইবে।

(৫) পরিচালনা বোর্ড 'সুবিধাভোগী হিসাব'-এর অর্থ প্রাপ্ত হইবার দুই মাসের মধ্যে ৮০% অর্থ ধারা ২৪১(২) এবং ধারা ২৪২(১) অনুসরণ করিয়া ধারা ২৩৩(১)(ঝ) অনুযায়ী নিয়োজিত ব্যক্তি তহবিলে লভ্যাংশ স্থানান্তরের তারিখে যাহার চাকরির বয়স ৯ (নয়) মাস পূর্ণ হইয়াছে, এমন একটি সংশ্লিষ্ট কোম্পানির সুবিধাভোগীদের মধ্যে নগদে পদমর্যাদা নির্বিশেষে ব্যক্তিগত ব্যাংক হিসাবে সমভাবে বন্টন করিবে এবং সুবিধাভোগীদের ব্যক্তিগত ব্যাংক হিসাবে Electronic Fund Transfer (EFT) এর মাধ্যমে পরিশোধ করিতে হইবে।

(৬) পরিচালনা বোর্ড 'আপদকালীন কল্যাণ হিসাব'-এর প্রাপ্ত অর্থের ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) অনুদান হিসাবে সংশ্লিষ্ট কোম্পানির সুবিধাভোগীদের দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু, স্থায়ী অক্ষমতা বা অঙ্গহানির ক্ষেত্রে এককালীন অনুদান এবং সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণমূলক কাজে ব্যবহৃত হইবে।

(৭) পরিচালনা বোর্ড 'আপদকালীন কল্যাণ হিসাব'-এর প্রাপ্ত অর্থের অবশিষ্ট ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) অনুদান হিসাবে শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬ এর ধারা ১৪ এর অধীন স্থাপিত 'শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল' এ প্রদান করিবে।

(৮) এই বিধি মোতাবেক প্রাপ্ত সুবিধাসমূহ, আইনের অধীন কারখানা বা প্রতিষ্ঠান হইতে প্রাপ্ত অন্যান্য আইনানুগ পাওনার (যেমন: গ্রাচুইটি, ক্ষতিপূরণ) অতিরিক্ত হিসাবে গণ্য হইবে।

(৯) উপ-বিধি (৬) অনুসারে 'আপদকালীন কল্যাণ হিসাব'-এর প্রাপ্ত অর্থের ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রসমূহ হইবে নিম্নরূপ যথা:—

(ক) **কর্মক্ষেত্রে মৃত্যু বা স্থায়ী অক্ষমতা:** পেশাগত রোগ বা দুর্ঘটনার কারণে মৃত্যু বা স্থায়ী অক্ষমতা ঘটিলে সংশ্লিষ্ট শ্রমিক বা তাঁহার উপযুক্ত উত্তরাধিকারীকে ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অনুদান;

(খ) **স্বাভাবিক মৃত্যু বা সাধারণ অক্ষমতা**: চাকুরীরত অবস্থায় অসুস্থতা বা কর্মক্ষেত্রের বাহিরে দুর্ঘটনায় স্বাভাবিক মৃত্যু বা সাধারণ অক্ষমতায় ৩ (তিন) লক্ষ টাকা অনুদান;

(গ) **অঙ্গহানি:** কর্মকালীন দুর্ঘটনায় স্থায়ী অক্ষমতা সৃষ্টি না করিলেও অঙ্গহানি ঘটিলে অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা হারে আইনের তফসিল-১ অনুসারে অনুদান;

(ঘ) **চিকিৎসা সহায়তা:** অসুস্থ সুবিধাভোগীদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা বা আর্থিক সহায়তা প্রদান;

(ঙ) **শিক্ষাবৃত্তি:** সুবিধাভোগীদের মেধাবী সন্তানদের শিক্ষার জন্য বৃত্তি প্রদান;

(চ) **অবকাঠামো ও সামাজিক নিরাপত্তা:** বিশেষায়িত হাসপাতাল স্থাপন এবং প্রশাসনিক ও পরিচালনা ব্যয় নির্বাহ;

(ছ) উপরিউক্ত কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য যে কোনো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এই বিধির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অন্য যে কোনো কার্য সম্পাদন।

(১০) পরিচালনা বোর্ড 'আপদকালীন হিসাব'-এর প্রাপ্ত অর্থের ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) অংশ সরকারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে, সরকারি মালিকানাধীন বিনিয়োগযোগ্য যেকোনো লাভজনক ও ঝুঁকিমুক্ত খাতে বিনিয়োগ করিতে পারিবে।

(১১) তহবিলের অর্থ নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে আদায় করা যাইবে, যথা:—

(ক) বিধি ২২৬ঘ অনুযায়ী প্রদেয় অনুদান তেল এবং গ্যাসের মিশ্রণ, পরিশোধন বা শোধনসহ খনি, তেল কূপ অথবা খনিজ মজুদের অন্যান্য উৎসে শিল্প সম্পর্কিত কাজ কর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট খাতের কেন্দ্রীয় তহবিলের নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে এই খাত সংশ্লিষ্ট কোম্পানীসমূহ ব্যাংক হিসাব হইতে চেকের মাধ্যমে জমা প্রদান করিবে;

(খ) কোম্পানীসমূহ দফা (ক) অনুযায়ী কেন্দ্রীয় তহবিলের নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে জমা প্রদান করিতে ব্যর্থ হইলে আইনের ধারা ২৩৬ অনুযায়ী সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

২২৬চ। পরিচালনা বোর্ড গঠন।- সরকার নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে কেন্দ্রীয় তহবিলের জন্য একটি পরিচালনা বোর্ড গঠন করিবে, যথা:—

(ক) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী বা উপদেষ্টা বা প্রতিমন্ত্রী, যিনি পদাধিকারবলে উহার চেয়ারম্যান হইবেন;

(খ) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব, যিনি পদাধিকারবলে উহার ভাইস-চেয়ারম্যান হইবেন;

(গ) বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন এর একজন প্রতিনিধি;

(ঘ) শতভাগ বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগকারী কোম্পানীসমূহ যাহারা ধারা ২৩৩ এর উপ-ধারা ১ (ছ)(ঈ) এ উল্লিখিত তেল এবং গ্যাসের মিশ্রণ, পরিশোধন বা শোধনসহ খনি, তেল কূপ অথবা খনিজ মজুদের অন্যান্য শিল্প সম্পর্কিত কাজ কর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগকারী কোম্পানীসমূহের সংগঠন বা এ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক মনোনীত উহার ৩ (তিন) জন প্রতিনিধি;

(ঙ) সংশ্লিষ্ট শিল্প খাতের শ্রমিক ফেডারেশন কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে সরকার কর্তৃক মনোনীত ৩ (তিন) জন প্রতিনিধি;

(চ) অতিরিক্ত সচিব (শ্রম), শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়;

(ছ) মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর;

(জ) মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর;

(ঝ) অতিরিক্ত সচিব, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ;

(ঞ) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ তেল,গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রো বাংলা); এবং

(ট) বোর্ডের মহাপরিচালক, যিনি পদাধিকারবলে উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

২২৬ছ। সদস্যের মেয়াদ, পদত্যাগ ও অপসারণ।—(১) পরিচালনা বোর্ডের—

(ক) পদাধিকারবলে সদস্যগণ ব্যতীত অন্যান্য সকল মনোনীত সদস্যের মেয়াদ হইবে তাহাদের মনোনয়নের তারিখ হইতে পরবর্তী ৩ (তিন) বৎসর;

(খ) যে-কোনো মনোনীত সদস্য চেয়ারম্যানের নিকট স্বহস্তে লিখিত ও স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে নিজ পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন এবং চেয়ারম্যান কর্তৃক উক্ত পদত্যাগপত্র গৃহীত হইবার তারিখ হইতে সংশ্লিষ্ট সদস্যের পদটি শূন্য বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) বোর্ড, সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে বিধি ২২৬চ এর দফা (ঘ) ও (ঙ) তে উল্লিখিত কোনো মনোনীত সদস্য লিখিত আদেশ দ্বারা অপসারণ করিতে পারিবে, যদি তিনি—

(ক) আইন ও এই বিধিমালার অধীন তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হন বা অস্বীকার করেন, অথবা সরকারের বিবেচনায় উক্ত দায়িত্ব পালনে অক্ষম বলিয়া বিবেচিত হন;

(খ) সরকারের বিবেচনায় সদস্য হিসাবে তাহার পদের অপব্যবহার করিয়া থাকেন; অথবা

(গ) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কল্যাণ তহবিল সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে লাভজনক কিছু অর্জন করিয়া থাকেন বা নিজ অধিকারে রাখেন।

২২৬জ। সদস্যের অযোগ্যতা।—কোনো ব্যক্তি বিধি ২২৬চ এর দফা (ঘ) ও (ঙ)-এর অধীন বোর্ডের সদস্য হইবার বা থাকিবার যোগ্য হইবেন না, যদি—

(ক) তিনি উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ বা দেউলিয়া বলিয়া ঘোষিত হন;

(খ) তিনি নৈতিক স্খলনজনিত কোনো অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া আদালত কর্তৃক অন্যূন ১ (এক) বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং তাহার মুক্তিলাভের পর ৫ (পাঁচ) বৎসর সময় অতিবাহিত না হইয়া থাকে; এবং

(গ) তিনি চেয়ারম্যানের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে বোর্ডের পরপর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকেন।

২২৬ঝ। পরিচালনা বোর্ডের সভা।—(১) প্রতি ৩ (তিন) মাসে অন্তত একবার পরিচালনা বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) চেয়ারম্যানের সহিত আলোচনাক্রমে সদস্য-সচিব সভার তারিখ, স্থান ও সময় নির্ধারণ করিবেন।

(৩) সাধারণ সভার ক্ষেত্রে অন্ততঃ ৭ (সাত) দিন পূর্বে এবং জরুরি সভার ক্ষেত্রে অন্তত ৩ (তিন) দিন পূর্বে সদস্যদের নিকট নিবন্ধিত ডাকযোগে বা গ্রহণযোগ্য অন্য কোনো উপায়ে সভার নোটিশ প্রেরণ করিতে হইবে।

(৪) পরিচালনা বোর্ডের অন্ততঃ অর্ধেক সংখ্যক (৫০%) সদস্যের লিখিত অনুরোধ প্রাপ্ত হইলে, সদস্য-সচিব চেয়ারম্যানের সহিত পরামর্শক্রমে ১০ (দশ) দিনের মধ্যে 'বিশেষ সভা' আহ্বান করিবেন।

(৫) চেয়ারম্যান পরিচালনা বোর্ডের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন, তবে তাহার অনুপস্থিতিতে ভাইস- চেয়ারম্যান সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং উক্ত সভার সিদ্ধান্তসহ কার্যবিবরণী স্বাক্ষর করিবেন।

(৬) সভার কোরাম পূর্ণ হইবার জন্য মালিক ও শ্রমিক পক্ষের অন্তত ১ (এক) জন করিয়া প্রতিনিধিসহ মোট সদস্য সংখ্যার অর্ধেকের অধিক সদস্যের উপস্থিতি আবশ্যক হইবে।

(৭) সভার নির্ধারিত সময়ের ১ (এক) ঘণ্টার মধ্যে কোরাম না হইলে সভা মূলতবি হইয়া যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, পরবর্তী ১০ (দশ) দিনের মধ্যে মূলতবি সভা অনুষ্ঠিত হইতে হইবে:

আরো শর্ত থাকে যে, যদি দ্বিতীয়বারও কোরাম না হয়, তবে তৃতীয়বারের সভায় মোট সদস্য সংখ্যার অর্ধেকের অধিক সদস্যের সংখ্যার ভিত্তিতেই কোরাম গণ্য হইবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাইবে।

(৮) তহবিল সংক্রান্ত সকল বিষয় পরিচালনা বোর্ডে উত্থাপিত হইবে এবং সকল সিদ্ধান্ত উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ভোটের সমতার ক্ষেত্রে চেয়ারম্যানের একটি নির্ণায়ক বা কাস্টিং ভোট (Casting Vote) প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৯) সভা অনুষ্ঠানের পরবর্তী ৭ (সাত) দিনের মধ্যে উপস্থিত সদস্যদের নামসহ কার্যবিবরণী (Minutes) সকল সদস্য ও সরকারকে প্রেরণ করিতে হইবে এবং পরবর্তী সভায় তাহা দৃঢ়ীকরণ (Confirmation) করিতে হইবে।

(১০) তহবিলের চেয়ারম্যানসহ উক্ত পরিচালনা বোর্ডের প্রত্যেক সদস্য প্রতি সভায় উপস্থিতির জন্য বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হারে ভাতা প্রাপ্ত হইবেন।

২২৬ঞ। বেতন, ব্যয় মঞ্জুর ও কর্মচারী নিয়োগের ক্ষমতা।—(১) মহাপরিচালক, পরিচালনা বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে, বোর্ড কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত হারে বেতন-ভাতাদি প্রাপ্ত হইবেন।

(২) মহাপরিচালক তহবিল পরিচালনার প্রয়োজনে বোর্ডের চেয়ারম্যানের অনুমতি গ্রহণক্রমে এবং বাজেটে অর্থ বরাদ্দ সাপেক্ষে, যেকোনো আকস্মিক ব্যয়, সরবরাহ ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্য বাৎসরিক সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ ব্যয় মঞ্জুরির বিষয়ে বোর্ডের পরবর্তী সভায় অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) তহবিলের প্রশাসনিক কার্যক্রম দক্ষতার সহিত পরিচালনার লক্ষ্যে বোর্ড প্রয়োজনীয় পদ সৃজনসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন নিয়োগ পদ্ধতি, চাকরির শর্তাবলি, বেতন ও ভাতাদি সরকার কর্তৃক অনুমোদিত এবং বোর্ড কর্তৃক প্রণীত প্রবিধানমালা দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৫) মহাপরিচালকের অনুপস্থিতিতে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত বা মনোনীত অন্য কোনো কর্মকর্তা প্রশাসনিক দায়িত্বসহ মহাপরিচালকের অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবেন।

২২৬ট। তহবিলের হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা।—(১) পরিচালনা বোর্ড যথাযথভাবে উক্ত কেন্দ্রীয় হিসাবে জমাকৃত অর্থ বা তহবিলের হিসাব প্রত্যেক কোম্পানির জন্য পৃথক পৃথক ভাবে সংরক্ষণ করিবে।

(২) পরিচালনা বোর্ড যথাযথভাবে তহবিলের যাবতীয় হিসাব সংরক্ষণ করিবে এবং উহার বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(৩) পরিচালনা বোর্ড প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোনো সনদপ্রাপ্ত নিরীক্ষক (Chartered Accountant) দ্বারা তহবিলের হিসাব নিরীক্ষা (Audit) করাইবে।

(৪) এই বিধির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নিরীক্ষক হিসাব নিরীক্ষার প্রয়োজনে পরিচালনা বোর্ডের সকল রেকর্ড, দলিল-দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিতে পারিবেন এবং পরিচালনা বোর্ডের যে-কোনো সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

২২৬ঠ। কেন্দ্রীয় তহবিলের বার্ষিক প্রতিবেদন।—পরিচালনা বোর্ড, প্রতি বৎসর ৩১ শে মার্চের মধ্যে পূর্ববর্তী বৎসরের 'সুবিধাভোগী হিসাব' ও 'আপদকালীন কল্যাণ হিসাব'-এর বিস্তারিত হিসাব বিবরণী প্রতিবেদন আকারে সরকারের নিকট দাখিল করিবে।" ।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোঃ সানোয়ার জাহান ভুঁইয়া
সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), , বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd